প্রথম আলো রোববার
২৭ অক্টোবর ২০২৪, ১১ কার্তিক ১৪৩১, ২৩ রবিউস সানি ১৪৪৬

North South University Library ★1992★

সবাইকে এক স্কেলে মাপার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির নতুন উপাচার্য অধ্যাপক **আবদুল হান্নান চৌধুরী**। শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা শুনলেন **মো. সাইফুল্লাহ**

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আবদুল হান্নান চৌধুরী। ছবি : সুমন ইউসুফ

প্রসঙ্গ গণ-অভ্যুত্থান

দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চিত হয়ে আসছিল তরুণেরা। সেটিরই ফল হিসেবে রাষ্ট্রকাঠামোয় তারা পরিবর্তন চেয়েছে। এ আন্দোলন শুধু যে তরুণ বা শিক্ষার্থীদের ছিল, তা কিন্তু নয়। সমাজের সব স্তরে নানা বৈষম্যের কারণে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। ফলে সব স্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই তারা এই পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

শিক্ষার্থীদের প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্রটা দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হয়েছে। প্রথমত তাদের সুযোগের কমতি বা অভাব। শুধু যে চাকরি পাওয়ার সুযোগ, তা নয় কিন্তু। ন্যায্য অধিকার পাওয়ার সুযোগ। এ সময়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদাটা আসলে কী, জাতি হিসেবে আমরা সেটা বুঝতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছি। তারা কিন্তু জানত, যাদের আমরা জেন-জি হিসেবে আখ্যায়িত করি। তারা তাদের চাহিদাটা বুঝত। রাষ্ট্র, সমাজ, দেশকে ঘিরেই তাদের ভাবনা। তাদের ভাবনা আর রাষ্ট্রের ভাবনার মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, সেই দূরত্বের কারণেই ক্ষোভের জায়গাটা অনেক বড় হয়ে গেছে। ফলে যে পরিবর্তনটা এল, এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক বড় ঘটনা।

শিক্ষা খাতে ব্যর্থতার কারণ

আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো শিক্ষাকে অনেকটা প্রশাসনিক বিধিনিষেধের মধ্যে রেখেছে। অথচ শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা তো আসলে মুক্ত হওয়া উচিত। আমার ব্যক্তিগত মত হলো, যে জাতি মনে করে প্রত্যেক বাচ্চাকে একই পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে একইভাবে বড় করবে, সেই জাতি দিন দিন পিছিয়ে পড়বে। সব শিশু কিন্তু একই পরিবেশে জন্ম নেয় না, একই পরিবেশে বড় হয় না, একই ধরনের সুযোগও পায় না। সবাইকে তো আপনি একই পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে নিতে পারবেন না। কিন্তু জীবনে চলার পথে তারা যদি এগিয়ে যায় নিজেদের মতো করে, তাহলে একটা জায়গায় গিয়ে তারা একত্র হতে পারে।

মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম—সবাইকে আমরা একটা পাইপলাইনের মধ্যে আনতে চাই। সেই পাইপলাইন তৈরি করার জন্য আমরা একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম তৈরি করতে চেষ্টা করি। এখানেই কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা। এক প্রশ্ন দিয়ে তো আপনি সবার মেধা যাচাই করতে পারবেন না। একজন শিক্ষার্থী গ্রাম থেকে আসতে পারে, শহর থেকে আসতে পারে। সে ধনীর সন্তান হতে পারে, গরিবের সন্তান হতে পারে। কিন্তু সে উঠে আসতে পারে নানাভাবে। সমাজটা তো এমনই হওয়া উচিত, যেন কেউ বঞ্চিত না হয়। কিন্তু আমরা সবাইকে এক স্কেলে মাপতে চাই। এই দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাতে হবে।

রেজাল্টই শেষ কথা নয়

পৃথিবীর অনেক দেশে দশম বা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত কোনো বোর্ডের পরীক্ষা নেই। স্কুলেই পরীক্ষা হয়। আমরা কি সেদিকে যেতে পেরেছি? পারিনি। অনেক বছর লাগবে সেদিকে যেতে। কারণ, আমরা সে রকম নৈতিক জায়গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে নিতে পারিনি। কেন পারিনি? কারণ, প্রত্যেক মানুষকে আমরা রেজাল্টনির্ভর করে ফেলেছি। বিশ্বের অনেক দেশে ১২তম ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা তাদের রেজাল্ট জানতেও পারে না। অথচ সে কিন্তু নিয়মিত ক্লাস করছে, পরীক্ষা দিচ্ছে। ভালো বা খারাপ কী করছে, সে জানে। এই যে সবাই মিলে জানা—কে ফার্স্ট, কে সেকেন্ড, এমনটা ওসব দেশে হয় না। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়ে দেন, কোথায় তার উন্নতি দরকার, কোথায় ঘাটতি আছে। পৃথিবীর আর কোনো সভ্য দেশে আপনি দেখেছেন, ফলাফল প্রকাশের দিন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবকেরা মিলে মাঠে নেমে আনন্দ করছে, ঢোল পেটাচ্ছে, সাংবাদিকেরা ছবি তুলছে? এই এক অদ্ভুত সংস্কৃতি আমরা তৈরি করেছি। খুবই নেতিবাচক একটা সংস্কৃতি। কারণ, সেই একই দিনে খারাপ রেজাল্টের কারণে যে শিক্ষার্থী নিভৃতে কাঁদে, তার দিকে কারও দৃষ্টি যায় না। জীবনের শুরুতেই খুবই সাধারণ একটা পরীক্ষায় খারাপ করার জন্য আপনি তার মনোবল ভেঙে দিলেন। অথচ জীবনে চলার পথে একটা সময় এই রেজাল্টের কোনো মূল্য থাকবে না।

আপনি দেখবেন, কোচিং সেন্টারের সামনে বা পরীক্ষার হলের সামনে শিক্ষার্থীর চেয়ে অভিভাবকের সংখ্যা বেশি। কারণ, আমাদের চিন্তাভাবনার সব ফোকাস ওই একটা জায়গায়—রেজাল্ট। অথচ পৃথিবীর যেসব দেশ রেজাল্ট নিয়ে মাতামাতি করে না, তারাই সবচেয়ে বেশি গবেষণা করে, সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞানী তৈরি করে, সবচেয়ে বেশি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে।

নর্থ সাউথকে যেখানে দেখতে চাই

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আমরা সব সময় উদ্ভাবন, সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দিই। উপাচার্য হিসেবে আমার চেষ্টা থাকবে—আরও বেশি আন্তর্জাতিকীকরণ, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিকে আরও বৈশ্বিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী দরকার। এখন নর্থ সাউথে প্রায় ১৯টি দেশের শিক্ষার্থী আছে। ১৬-১৭টি দেশের শিক্ষক আছেন। সংখ্যাটা বাড়াতে হবে। আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কমিউনিটি গড়তে চাই আমরা। যত ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন চিন্তাভাবনার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এক করতে পারব, জ্ঞানের বিকাশটা তত উন্মুক্ত হবে। যেমনটা বলছিলাম, বক্স থেকে বেরোতে হবে।

ভাবনার জগতে যে পরিবর্তন দরকার

আমাদের সব ক্ষেত্রে বাক্স। যেমন বিসিএস। একটা পরীক্ষায় ভালো করলে আপনি জীবনের সব ক্ষেত্রে সফল—এটা একটা ভীষণ ভুল ধারণা। একটা নির্দিষ্ট দিনে আপনি একটা নির্দিষ্ট পরীক্ষায় ভালো করেছেন—এর মানে তো এই নয় যে আপনিই সেরা। আমি পদ্ধতিটা বদলে ফেলার কথা বলছি না, বলছি মনস্তত্ত্বের কথা। আমি মেডিকেলে সুযোগ পেলেই সেরা ডাক্তার হব, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলেই সেরা প্রকৌশলী হব—তা নয় কিন্তু। তোমার আগ্রহ তোমাকে যেদিকে টানে, তুমি সেদিকে এগিয়ে যাও। এই আগ্রহই তোমাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাবে। এই মানসিকতা তৈরি করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীই অনেকভাবে জীবনে এগোতে পারে। কিন্তু আমরা তাকে ব্র্যাকেটে আটকে ফেলি। ও তো অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে, ও তো অমুক বিষয়ে পড়েছে, অমুক জেলা থেকে এসেছে...ও বেশি দূর যেতে পারবে না। তা নয়। মানুষের উঠে আসাটা অনেকভাবে হয়, কিন্তু মানুষ যেতে পারে বহুদূর। এই বিশ্বাসটা যদি ছাত্ররা না পায়, সে এগোতে পারবে না।